সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৪তম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২২
protiva.ahlehadeethbd.org

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী এবং আসমান ও যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মধ্যকার মাছ পর্যন্ত জনগণকে সুশিক্ষাদানকারী আলেমের জন্য দো‘আ করে থাকে’ *(তিরমিযী হা/২৬৮৫)*।

‘সোনামণি’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনামণি প্রতিভা’ ও প্রতিযোগিতা ’২২-এর সিলেবাস প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রূহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ ত্বহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুরঃ ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৪তম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট ২০২২

◆ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◆ **সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

◆ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

◆ **সহকারী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

◆ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

■ সম্পাদকীয়

✪ শিক্ষকের মর্যাদা ০২

■ কুরআনের আলো ০৪

■ হাদীছের আলো ০৫

■ প্রবন্ধ

✪ শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ‘সোনামণি’ সংগঠনের ভূমিকা ০৬

✪ সুন্দর নামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৩

✪ ডান-বামের ব্যবহার ১৮

■ হাদীছের গল্প

✪ খেজুর বাগান ২২

■ এসো দো‘আ শিখি ২৩

■ গল্পে জাগে প্রতিভা

✪ সবুজ ব্যাংক ২৪

■ কবিতাগুচ্ছ ২৬

■ একটু খানি হাসি ২৮

■ শিক্ষাঙ্গন

✪ সোনামণির প্রতি মায়ের কর্তব্য ২৯

■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০

■ সংগঠন পরিক্রমা ৩০

■ ভাষা শিক্ষা ৩৩

■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৫

■ নীতিমালা ৩৬

■ সালাম ও মুছাফাহার আদব ৩৯

■ কুইজ ৩৯

শিক্ষকের মর্যাদা

সাধারণতঃ মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষাদানের কাজে জড়িত তাদেরকে শিক্ষক বলা হয়। যার অনুকরণের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও উন্নত করা যায় এবং জীবনকে সফলতার পথে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা লাভ করা যায় তিনিই আদর্শ শিক্ষক। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সাথে সাথে একজন আদর্শ শিক্ষকের সাথে জড়িত আছে শ্রেণীকক্ষের বাইরের বিস্তর জীবন। তিনি শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে যেমন দক্ষ, তেমনি বাইরের জীবন সম্পর্কেও সচেতন। ছাত্রকে যে কোন সময় ভুলপথে চলতে দেখলে, তিনি হিকমতের সাথে তা সংশোধন করেন। শিক্ষক এমনই এক মহান ব্যক্তি যিনি অপরের সন্তানের সাফল্য দেখে খুশি হন এবং তা প্রচার করেন।

কেবল শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকই শিক্ষক নন, বরং সমাজ সংস্কারক আলেমগণ ও সংগঠনের আমীর হলেন বাস্তব জীবনের বড় শিক্ষক। তাদের মাধ্যমে একটি সমাজ পরিবর্তন হয় ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠে। নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী সমাজ সংস্কারক নেতাগণ নিঃসন্দেহে সকল যুগে বড় শিক্ষক। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাতের গুরু দায়িত্বের একটি বিশেষ অংশ ছিল শিক্ষাদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল' *(জুম'আহ ৬২/০২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ আমাকে শিক্ষক ও সহজকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন' *(মুসলিম হা/১৪৭৮; মিশকাত হা/৩২৪৯)*। মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, 'আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে বকাবকি করেননি, মারেননি এবং গালমন্দও করেননি' (*মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮*)।

জাতির শিক্ষক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিক্ষাকে তাঁর বাস্তব জীবনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষককে শ্রদ্ধার সাথে মূল্যায়ন করেছেন। এ বিষয়ে আমরা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই বদর যুদ্ধে। আবুবকর (রাঃ)-এর পরামর্শে

তিনি যুদ্ধবন্দীদের ফিদইয়ার বিনিময়ে ছেড়ে দেন। ‘ফিদইয়া দিতে অক্ষম কয়েকজনকে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মদীনাতেই রেখে দেন। তাদের মেয়াদ ছিল উত্তম রূপে পড়া ও লেখা শিক্ষা দান করা পর্যন্ত। এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর আকুল আগ্রহের প্রমাণ মেলে। যা কোন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ইতিহাসে ছিল নযীরবিহীন’*(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৩১৫-১৬)*।

শিক্ষক হলেন জাতি গঠনের কারিগর। বছরের পর যিনি জ্ঞান সাধনা ও বিতরণের মাধ্যমে জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকেন। তিনি ছাত্রদেরকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ভুল পথ থেকে বেঁচে সঠিক পথে চলার পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তাই পথ প্রদর্শক হিসাবে শিক্ষকের মর্যাদা সকলের নিকট সুবিদিত। তিনি সর্বমহলে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়’ *(বুখারী হা/৫০২৭)*।

মানুষকে কল্যাণের কথা শিক্ষাদানকারী আলেম ও শিক্ষক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করেন আলেমগণ’ *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী এবং আসমান ও যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মধ্যকার মাছ পর্যন্ত জনগণকে সুশিক্ষাদানকারী আলেমের জন্য দো‘আ করে থাকে’ *(তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের পথ দেখায়, সে ব্যক্তি কল্যাণকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পায়’ *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এমনকি খোদ ছাত্রদের হামলাতেই তারা নিহত হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত এরকম কত যে অঘটন ঘটছে তার হিসাব কে রাখে?

আমরা সোনামণিদের বলব, তোমরা এহেন পাশবিক আচরণের ধারে কাছেও যাবে না। বরং শিক্ষককে যথাযোগ্য সম্মান করবে। তবেই তাদের দো‘আর বরকতে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সফল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

কুরআন তেলাওয়াত

খালিদুর রহমান, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

আয়াতে বর্ণিত মুমিনের প্রথম গুণ হল- আল্লাহ্‌র স্মরণে তার অন্তর কেঁপে উঠে। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে এবং ভয় করে। আর আল্লাহ্‌র নিকট তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।

আয়াতে বর্ণিত মুমিনের দ্বিতীয় গুণটি হল- তাদের নিকট যখন কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। লক্ষণীয় যে, ঈমান যেমন সর্বদা এক রকম থাকে না, কম-বেশি হয়, তেমনি সবার ঈমানও সমান নয়। যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান রাখে তার ঈমান ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি যার জ্ঞান নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*।

কুরআন মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ। এটা পৃথিবীর বুকে একমাত্র কিতাব যেটা না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করলেও নেকী পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে তার জন্য ছওয়াব রয়েছে। আর ছওয়াব হবে দশগুণ পর্যন্ত' *(তিরমিযী হা/২৯১০)*। ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুফারিশ করবে *(আত-তারগীব হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৯৬৩)*। সর্বোপরি কুরআন তিলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি, আত্মিক প্রশান্তি ও পরকালীন মুক্তির একটি বড় মাধ্যম।

আর আয়াতে উল্লিখিত মুমিনের তৃতীয় গুণটি হল- আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। যা সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসা করলে আল্লাহ তাকে পাখির মত বিভিন্ন অজানা উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন *(আহমাদ হা/২০৫; মিশকাত হা/৫২৯৯)*।

কুরআন তেলাওয়াত

ফারূক হোসাইন, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللهَ بِهِ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يُبَاهِي، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার অসীলায় আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত চাও। সেই জাতির পূর্বে যারা এর মাধ্যমে দুনিয়া প্রার্থনা করে। কেননা তিন শ্রেণীর লোক কুরআন শিক্ষা করে। এক শ্রেণীর লোক তা নিয়ে গর্ব করে। এক শ্রেণীর লোক তার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে। আর এক শ্রেণীর লোক মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তা পাঠ করে’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮)*।

উল্লিখিত হাদীছে কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনার পাশাপাশি তা অর্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ একমাত্র কিতাব, যার মাধ্যমে দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখেরাতে জান্নাত লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি চায় এর মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন করতে পারে। তবে তার জন্য আখেরাতে কল্যাণকর কোন কিছু নেই। আর যে ব্যক্তি এর মাধ্যমে আখেরাত কামনা করে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই দান করবেন।

হাদীছের শেষ অংশে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ সাধারণতঃ তিন ধরনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে। ১. সে নিজের বড়ত্ব প্রমাণের জন্য জ্ঞানীদের সাথে তর্ক করে ও মূর্খদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৩-২২৫)*।

২. সে তার জ্ঞানকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, অন্যকে শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা যায়। তবে এটা কখনো জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

৩. অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ‘সোনামণি’ সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

৭. বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা :

ইসলাম মানব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা। বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি কোন ভদ্র মানুষ কামনা করে না। অনুরূপভাবে মুমিন সর্বদা বাজে কথা, কাজ ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে চলেন। তিনি অসৎ সঙ্গ থেকে সব সময় দূরে থাকেন। একজন সোনামণিকে ভদ্র মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে অত্র গুণ বিশেষভাবে উৎসাহিত করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। একজন আদর্শ সোনামণি কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা-কাজে সময় ব্যয় করতে পারে না। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, তার প্রতিটি কথা সর্বদা রেকর্ডিং হচ্ছে। এজন্য তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ‘মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে’ *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ ‘ব্যক্তির ইসলামী সৌন্দর্য হল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করা’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯)*।

তাই একজন সোনামণির দায়িত্ব হল উত্তম কথা বলা, অন্যথায় চুপ থাকা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে’ *(বুখারী হা/৬০১৮)*।

পরস্পরে ঝগড়া-মারামারি সমাজে ফিতনা ও বিশৃঙ্খল সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ‘ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর’ *(বাক্বারাহ ২/১৯১)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا

تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আর নিজেরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন’ *(আনফাল ৮/৪৬)*।

খাঁটি মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঝগড়া করা এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে সে একজন খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে একটি থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকী অবশিষ্ট থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। সেগুলো হল ১. সে আমানতের খিয়ানত করে ২. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে ও ৪. ঝগড়া করলে অশ্লীলভাষা ব্যবহার করে’ *(বুখারী হা/৩৪; মিশকাত হা/৫৫)*। একজন সোনামণি ঝগড়া করা এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষকে অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে রেডিও, টিভি ও মোবাইল ফোনের অপব্যবহার। এগুলোর অধিকাংশই পরিচালিত হচ্ছে অশ্লীলতা প্রিয় লোকদের দ্বারা। বিশেষ করে উঠতি বয়সের শিশু-কিশোররা এতে আসক্ত হয়ে নিজেদেরকে অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করছে। তাই সোনামণিদের এগুলো থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। কারণ রেডিও, টিভি ও মোবাইল ফোনের অশ্লীল গান শোনা ও নোংরা ছবি দেখা হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ‘মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম’ *(নূর ২৪/৩০)*।

একজন মুমিনের দায়িত্ব তার সর্বাঙ্গের হেফাযত করা। কেননা চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ ব্যবহার না করলে সেগুলোর মাধ্যমে পাপ কাজ সংঘটিত হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। সে তা অবশ্যই করবে। দু’চোখের ব্যভিচার হল দেখা, দু’কানের ব্যভিচার হল শ্রবণ করা, জিহবার ব্যভিচার হল কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হল ধরা, পায়ের

ব্যভিচার হল চলা এবং মন যা চায় ও কামনা করে গুপ্তাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে’ *(বুখারী হা/৬৬১২; মিশকাত হা/৮৬)*।

অশ্লীল গান-বাজনা, ঢোল-তবলা, বাদ্য যন্ত্র, কবিতা-ছড়া ইত্যাদি হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ ‘লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা অজ্ঞতা বশে গান-বাজনা খরীদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য এবং যারা আল্লাহ্র পথকে বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি’ *(লোকমান ৩১/৬)*।

গান-বাজনা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে বিমুখ করে। কুরায়েশরা গান-বাজনা খরীদ করে এনে মানুষকে তাতে মাতিয়ে রাখত। যাতে কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত না শুনে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوْبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ– ‘দু’টি বোকা ও পাপপূর্ণ শব্দ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি। (১) বাজনার শব্দ ও নাচ-গানের সময় শয়তানের সুরধ্বনি (২) বিপদের সময় মুখ ও বুক চাপড়ানোর ক্রন্দন ধ্বনি’ *(তিরমিযী হা/১০০৫; ছহীহাহ হা/২১৫৭)*। যারা যত্রতত্র আনন্দ মেলার নামে মাস, সপ্তাহ, দিন ও রাতভর গান-বাজনা, জুয়া-হাউজী ও নগ্ন নৃত্যের অনুষ্ঠান করে শত শত মানুষকে বিপথগামী করে, তাদের উক্ত আয়াত ও হাদীছটি মনে রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরায়েশ নেতাদের গান-বাজনার অনুষ্ঠান সমূহের সাথে নিজেদের অনুষ্ঠানের তুলনা করা দরকার। সেই সাথে মনের আয়নায় পরকালে জাহান্নামের আগুনে নিজেদের জ্বলন্ত দেহগুলোর মর্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করলে তারা বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন।

নাফে‘ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ‘আমি একদিন ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে রাস্তায় ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্বীয় হাতের দু’আঙুল দু’কানের মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং রাস্তা থেকে অন্যদিকে সরে গেলেন। বহুদূর অতিক্রম করার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে নাফে‘! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ? আমি বললাম, না। তখন তিনি কান হতে আঙুলদ্বয় সরালেন।

অতঃপর বললেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ তিনি বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমি যেরূপ করলাম তিনিও অনুরূপ করছিলেন। রাবী বলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম *(আবুদাঊদ হা/৪৯২৪)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا 'কোন ব্যক্তির পেটকে কদর্য পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ করা, যে পুঁজ শরীর নষ্ট করে দেয় তা (চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল) কবিতা-গান দ্বারা ভর্তি হওয়া অপেক্ষা উত্তম' *(বুখারী হা/৬১৫৪)*।

প্রকাশ থাকে যে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কবিতা-গান সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, কবিতা-গান কথা মাত্র। এর ভালোগুলো ভালো এবং মন্দগুলো মন্দ *(দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭)*।

ইসলামের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য এবং তার সুমহান মর্যাদাকে সুরসম্বলিত বাণীর মাধ্যমে বিস্তারের জন্য ইসলামী জাগরণী, কবিতা, গান ইত্যাদি ইসলামী শরী'আতে বৈধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও কবিতা আবৃত্তি করেছেন। বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে মাটি বহনকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে টান দিয়ে দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছি।-

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الْأُوْلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا + إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا-

'হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকত, তাহলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা ছাদাক্বাও দিতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না'। 'অতএব আমাদের উপরে শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মুকাবিলা হয়, তাহলে আমাদের পাগুলো দৃঢ় রাখ'। 'নিশ্চয়ই প্রথম পক্ষ আমাদের উপরে বাড়াবাড়ি করেছে। যদি তারা ফিৎনা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে আমরা তা অস্বীকার করব' *(বুখারী হা/২৮৩৭)*।

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম ও কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, শীতের সকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ছাহাবীগণ পরিখা খনন করছিলেন। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) সেখানে আগমন করেন ও তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে প্রার্থনার সুরে গেয়ে ওঠেন,

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

‘হে আল্লাহ! নেই কোন আরাম পরকালের আরাম ব্যতীত। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৯৩)*। একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَه

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয় আরাম হল পরকালের আরাম। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর’ *(বুখারী হা/২৮৩৪)*। জবাবে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন,

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا

‘আমরা তারাই, যারা মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের বায়‘আত করেছি যতদিন আমরা বেঁচে থাকব’ *(বুখারী হা/৪০৯৮-৯৯)*।

অনুরূপভাবে বন্ধু ও সাথী নির্বাচন করতে হলে সৎ ও চরিত্রবানকে নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের সাথী হয়ে থাকতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও’ *(তওবা ৭/১১৯)*।

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ভালো লোকের সঙ্গ এবং মন্দ লোকের সঙ্গের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁকদানকারীর ন্যায়। কস্তুরী বিক্রেতা হয়ত তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিনে নিবে অথবা তার কাছে থাকলে তার সুঘ্রাণ তো তুমি পাবেই। আর কামারের হাপরের ফুলকি তোমার পোশাক পুড়িয়ে দিবে অথবা তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ তুমি পাবেই’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০১০)*।

৮. আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা :

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সোনামণিরা ছোট থেকেই আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে শিখলে সমাজে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে। জুবায়ের ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪)*।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখ, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং নিজের বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বল' *(ছহীহাহ হা/১৯১১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৬৭)*।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সাথে সাথে সোনামণিরা পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে। অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে যাতে ছোটরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আবু শুরাইহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়, 'আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়, 'আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়, জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কে সে? তিনি বললেন, 'যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না' *(বুখারী হা/৬০১৬)*।

কেউ প্রতিবেশীকে অকারণে কষ্ট দিলে সে মুমিন হতে পারবে না। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না' *(বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২)*।

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখাকে আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন। তাই তিনি জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ ব্যাপারে বারবার

সচেতন করতেন। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ‘জিব্রীল (আঃ)-সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিতেই থাকতেন। আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন’ *(বুখারী হা/৬০১৫)*।

কোন সোনামণি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করলে সে আল্লাহর নিকট উত্তম মানুষ হিসাবে গণ্য হবে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম’ *(বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫)*। যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ ‘ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি যে বস্তু রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন’ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৯৯)*।

মুমিন-মুসলিম পরস্পর ভাইয়ের মত। তারা একে অপরের সুখে সুখি হবে এবং অপরের দুঃখে দুঃখী হবে। প্রতিবেশীর বিপদে সে সাহায্যকারী হিসাবে এগিয়ে আসবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ‘মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে কোন মুসলিম ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার অভাব মোচন করবেন। যে কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে দিন তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবেন। যে কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন’ *(বুখারী হা/২৪৪২; মিশকাত হা/৪৯৫৮)*। সোনামণিরা আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। তবেই সুন্দর পৃথিবীতে সফল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ *[চলবে]*

সুন্দর নামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

মন্দ নাম পরিবর্তন করা : রাসূল (ছাঃ) সুন্দর নাম রাখতে উৎসাহিত করেছেন। আব্দ (বান্দা) যুক্ত নাম সমূহ আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। তাছাড়া ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার নাম ধরে ডাকা হবে। সেজন্য নামটি সুন্দর হওয়া কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ 'ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের ও তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের উত্তম নাম রাখবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪৮; মিশকাত হা/৪৭৬৮, সনদ যঈফ। তবে মর্ম ছহীহ)*। আর আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের পিতার পরিচয়ে ডাকো। সেটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতার পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু। আর পিতার পরিচয়ের ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু *(আহযাব ৩৩/৫)*। এজন্য পিতার নামের সাথে সম্পর্ক রেখে সুন্দর নাম রাখা ভালো। এক ছাহাবী আবুল হাকাম নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তার বড় ছেলের নাম শুরাইহ্ যোগ করে তার নাম রাখেন আবু শুরাইহ্ *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫৫; মিশকাত হা/৪৭৬৬)*। ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, ইনি হলেন সেই শুরাইহ (রাঃ) যিনি তুসতার (দুর্গের) শিকল ভেঙ্গেছিলেন এবং প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৭৪)*। এমনকি কোন গ্রাম বা মহল্লার অপসন্দনীয় নামও তিনি পরিবর্তন করে দিতেন *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২০৮)*। তাঁর কাছে আগন্তুক কোন ব্যক্তির নাম অপসন্দনীয় মনে হলে তিনি তা পাল্টে দিয়ে ভালো নাম রাখতেন *(ছহীহাহ হা/২০৯)*। তিনি একজনের নাম আছিয়া (অবাধ্য) থেকে পরিবর্তন করে জামীলা (সুন্দরী) রাখেন *(মুসলিম হা/২১৩৯; মিশকাত হা/৪৭৫৮)*। একজনের নাম ছিল বার্রা। রাসূল (ছাঃ) তা পরিবর্তন করে যয়নাব রাখেন *(মুসলিম হা/২১৪২; মিশকাত*

হা/৪৭৫৬)। আরেকজনের নাম আছরাম (কর্কশ) থেকে পরিবর্তন করে রাখেন যুর‘আহ (শস্যদানা) *(আবুদাঊদ হা/৪৯৮৪; মিশকাত হা/৪৭৭৫)*। একজনের নাম ছিল যাহাম। রাসূল (ছাঃ) তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন বাশীর (সুসংবাদ দাতা) *(আবুদাঊদ হা/৩২৩০)*।

ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, ‘নবী (ছাঃ) ‘আছ (অবাধ্য), আযীয (পরাক্রমশালী), আতলাহ (কর্কশ), হাকাম (বিচারক), গুরাব (কাক), হুবাব (সাপ) ও শিহাব (উল্কা) নামকে পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রেখেছেন। তিনি হারব (যুদ্ধ)-এর পরিবর্তে সালাম (শান্তি), মুনবাইছ (শয়নকারী)-কে মুযতাদি (জাগরিত), আফিরাহ (অনুর্বর) নামক এলাকাকে খাযিরাহ (সবুজ), আয-যালালাহ (বিপথ) উপত্যকাকে আল-হুদা (হিদায়াতের পথ), বনু যানিয়াহ (জারজ সন্তান)-এর নাম বনুর-রিশদাহ (নির্মল সন্তান) এবং বনু মুগবিয়াহ (বিপথগামী নারীর সন্তান)-এর বনু রিশদা (হিদায়াতপ্রাপ্ত নারীর সন্তান) নামকরণ করেছেন।

আরেক ব্যক্তির নাম ছিল জামরা (আগুনের কয়লা বা অঙ্গার)। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতার নাম কী? লোকটি বলল, শিহাব (অগ্নিশিখা)। রাসূল (ছাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন গোত্রের? লোকটি বলল, হারাক (জ্বলন্ত)। অতঃপর প্রশ্ন করলেন, কোথায় বাস কর? সে বলল, হাররাতুন্নারে (দোযখের গরমে)। আবার জিজ্ঞেস করলেন, সেই স্থানটা কোথায়? লোকটি বলল, যাতে লাযা (লাযা নামক দোযখে)। ওমর (রাঃ) বললেন, যাও, গিয়ে খবর লও; তারা সকলেই জ্বলে গেছে। লোকটি গিয়ে দেখল যে, সত্যই ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যা বলেছেন তাই হয়েছে (অর্থাৎ সকলেই জ্বলে গেছে) *(মুয়াত্ত্বা মালেক হা/১৭১৭৫৩)*।

অপসন্দনীয় কিছু নাম : কিছু নাম রয়েছে যা অপসন্দনীয়। আবার কিছু নাম রয়েছ যা আল্লাহ্র জন্য খাছ। সেই সকল নাম রাখা সমীচীন নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ ‘আল্লাহ তা‘আলার নিকট নিকৃষ্টতম নাম সেই ব্যক্তির, যে নিজের নাম রাখে রাজাধিরাজ *(বুখারী হা/৬২০৫)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللهُ ‘ক্বিয়ামতের

দিন আল্লাহ তা‘আলার অধিক রাগের কারণ এবং অধিক নিকৃষ্ট, অধিক ক্রোধের সম্মুখীন হবে সেই ব্যক্তি, যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক (রাজাধিরাজ)। কারণ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ মালিক (সম্রাট) নেই' *(মুসলিম হা/২১৪৩)*। সন্তানের নাম ইয়াসার (সহজ), রাবাহ (লাভ), নাজীহ (সফল) ও আফলাহ (অধিক সফল) রাখা যাবে না। কারণ, হয়ত ডাকা হবে ইয়াসার (সহজ) ওখানে আছে কি? আর সে (তখন) সেখানে না ও থাকতে পারে। তখন কেউ বলবে, না ইয়াসার (সহজ) এখানে নেই। এ উত্তরে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে *(মুসলিম হা/২১৩৭; আহমাদ হা/২০১১৯)*।

উপনাম বা ডাক নাম করণের বিধান : সন্তান থাক বা না থাক উপনাম বা ডাকনামে নাম করণে কোন বাধা নেই। যেমন আবুল কালাম, আবু আব্দিল্লাহ, আবুল কাসেম, আবুবকর, আবু হাফছ, আবু তুরাব, আবু রাযীয়া, উম্মে আব্দিল্লাহ, উম্মে আয়মান, উম্মে রুম্মান, উম্মে সালামা, উম্মে হাবীবা, উম্মে হাসীবা, উম্মে হালীমা, উম্মে কুলছূম ইত্যাদি। হাফছ নামে ওমরের কোন সন্তান ছিলনা, তবুও তাকে আবু হাফছ বলা হত। যার নামে আবু যারের কোন সন্তান ছিলনা তবুও তাকে আবু যার নামে ডাকা হত। খালিদ বিন ওয়ালিদের সুলায়মান নামে কোন সন্তান ছিলনা তবুও তিনি আবু সুলায়মান নামে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বিড়ালের বাবা ও আলী (রাঃ) মাটির বাবা না হয়েও আবু হুরায়রা ও আবু তুরাব উপনামে পরিচিত ছিলেন।

উপনামের ক্ষেত্রে সন্তানের নাম যুক্ত করে রাখাই উত্তম। যেমন হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি যখন তার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন, তখন তিনি (ছাঃ) তার গোত্রের লোকদের তাকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকতে শুনে তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্ হলেন হাকাম এবং তাঁর নিকটই ন্যায়বিচার ও বিচার ব্যবস্থা। তোমার উপনাম কী করে আবুল হাকাম হল? তিনি বললেন, আমার গোত্রের লোকজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে তারা মীমাংসার জন্য আমার নিকট আসে। আমি যে সিদ্ধান্ত দেই তাতে তারা উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটা তো খুবই উত্তম কাজ! তোমার কি কোন সন্তান আছে? হানী (রাঃ) বললেন, শুরাইহ, মুসলিম ও আব্দুল্লাহ নামে আমার তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন, এদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম, শুরাইহ্। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আবু শুরাইহ্ *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫৫; মিশকাত হা/৪৭৬৬)*।

ছাহাবীগণের উপনামের ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ)-এর ছোট ভায়ের নাম ছিল আবু উমায়র! *(বুখারী হা/৬২০৩; মিশকাত হা/৪৮৮৪)*। আয়েশা (রাঃ)-এর উপনাম ছিল উম্মে আব্দুল্লাহ *(হাকেম হা/৭৭৩৮)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আলকামা (রহঃ) এর ডাকনাম রাখেন 'আবু শিবল'। অথচ তখনও তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাকে তার সন্তান হওয়ার পূর্বে আবু আব্দুর রহমান উপনাম দিয়েছিলেন *(হাকেম হা/৫৩৬৬)*।

আবুল কাসেম উপনামে নামকরণ : রাসূল (ছাঃ)-এর বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম। এজন্য রাসূল (ছাঃ)-এর উপনাম ছিল আবুল কাসেম। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় কারো উপনাম তথা ডাকনাম আবুল কাসেম রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তখন কাউকে উক্ত উপনামে ডাকা হলে রাসূল (ছাঃ) মনে করতেন হয়ত তাকেই ডাকা হচ্ছে। এতে তিনি কষ্ট পেতেন। সেজন্য তিনি তার জীবদ্দশায় উক্ত উপনামে নামকরণ করতে নিষেধ করেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى فَإِنِّى أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ 'তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখতে পারো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না। কেননা আমিই আবুল কাসেম' *(বুখারী হা/২১২০; মুসলিম হা/২১৩৩)*। অন্যত্র এসেছে, জাবের (রাঃ) বলেন, وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ: الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لاَ نُكَنِّيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ- 'আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। সে তার নাম রাখল কাসেম। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) ডাকনাম দিয়ে গৌরবান্বিত করব না। নবী (ছাঃ)-কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, তোমার ছেলের নাম রাখো আব্দুর রহমান' *(বুখারী হা/৬১৮৬)*। তার মৃত্যুর পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! إِنْ وُلِدَ لِى مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ: نَعَمْ 'আপনার পরে আমার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি কি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার ডাকনামে

তার ডাকনাম রাখতে পারব? তিনি বলেন, হ্যাঁ *(আবুদাঊদ হা/৪৯৬৭; মিশকাত হা/৪৭৭২)*। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, আবুল কাসেম নাম রাখার বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর বেঁচে থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সালাফে ছালেহীন এমতই পোষণ করেছেন *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১২/২১২; উমদাতুল কারী ১৫/৩৬, ২২/২০৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৮/৫২৩)*।

বর্জনীয় কিছু নামের নমুনা :

যেমন- হায়াম, গুরাম, হায়ফা, নাহাদ, সওসান, মীদাহ, নারীমান, গাদাহ, আহলাম এবং এ জাতীয় নিরর্থক নামসমূহ। এছাড়াও (১) অহংকার মূলক নাম, যেমন, মালিকুল আমলাক, খায়রুল বাশার, শাহজাহান, শাহ আলম, শাহানশাহ প্রভৃতি; (২) নবীগণের উপাধি, যেমন আবুল বাশার, নবীউল্লাহ, খলীলুল্লাহ, কালীমুল্লাহ, রূহুল্লাহ, (৩) কুরআনের আয়াতসমূহ, যেমন আলিফ লাম মীম, ত্বোয়াহা, ইয়াসীন, হা-মীম, লেতুনযেরা; (৪) বিপরীতার্থক নাম, যেমন লায়লুন নাহার, ক্বামারুন নাহার, আলিফ লায়লা ইত্যাদি। (৫) কুখ্যাত যালেমদের নাম, যেমন কাবীল, নমরূদ, ফেরাঊন, হামান, শাদ্দাদ, ক্বারূণ, মীরজাফর প্রমুখ। শী'আদের অনুকরণে শিরকী আক্বীদা পোষণ করে নামের আগে বা পিছে আলী, হায়দার, হাসান বা হোসাইন নাম যোগ করা। যেমন আহমাদ আলী, আকবর হোসাইন, সোহরাব আলী, মাহমূদ হাসান ইত্যাদি। তবে এগুলো আলাদাভাবে শিশুর নাম রাখায় দোষ নেই। যেমন হাসান, হোসাইন, আলী, আহমাদ ইত্যাদি। এছাড়াও ঝন্টু, মন্টু, পিন্টু, মিন্টু, হাবলু, জিবলু, বেল্টু, শিপলু, ইতি, মিতি, খেন্তী, বিন্তী, মলী, ডলী, শান্তা, পান্তা, ইত্যাদি অর্থহীন নামসমূহ। এছাড়াও শিরকযুক্ত নামসমূহ যেমন, আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসূল, গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মুহাম্মাদ, গোলাম আহমাদ, গোলাম মুছতফা, গোলাম মুরতযা, নূর মুহাম্মাদ, নূর আহমাদ, মাদার বখ্শ, পীর বখ্শ, রূহুল আমীন, সুলতানুল আওলিয়া প্রভৃতি। এছাড়া অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ'আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম রাখা যাবে না। তাছাড়া অনারবদের জন্য আরবী ভাষায় নাম রাখা আবশ্যক। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আজকাল এ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তাই নাম রাখার আগে অবশ্যই সচেতন ও যোগ্য আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

ডান-বামের ব্যবহার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি অঙ্গই প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। আল্লাহ যেমন নাক, মুখ, মাথা একটি করে সৃষ্টি করেছেন তেমনি হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি দিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়। এর প্রতিটি অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা তারাই ভালো বুঝতে পারে যাদের কোন একটি অঙ্গ সঠিক ভাবে কাজ করে না। আর আল্লাহ তা‘আলা এগুলোর আলাদা আলাদা ব্যবহারও বর্ণনা করেছেন। এ প্রবন্ধে আমরা ডান ও বাম পাশের অঙ্গ সমূহের পৃথক ব্যবহার সম্পর্কে জানব।

ডান-বামের পার্থক্য : হাত-পা-চোখ-কান ইত্যাদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে গঠনগত কোন পার্থক্য নেই। বাম চোখ ও ডান চোখ একই রকম দেখতে। ডান পা এবং বাম পা একই গতিতে হেটে চলে। ডান ও বাম হাতের গঠনও একই। পার্থক্য কেবল এর ব্যবহারে। সাধারণতঃ উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ কাজে ডান হাত-পায়ের ব্যবহার বেশি হয় এবং অসম্মানিত ও অরুচিকর কাজে বাম হাত-পা ব্যবহৃত হয়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ডান হাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। আর বাম হাত ছিল শৌচকার্য ও অন্যান্য কষ্টদায়ক কাজের জন্য *(আবুদাঊদ হা/৩৩)*।

যারা ডান হাতে কাজ করে বেশি সাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তাদের ডানহাতি বলা হয়। আর যারা বাম হাতে অধিকাংশ কাজ করে, তাদের বামহাতি বা বাঁহাতি বলা হয়। তবে এই ডানহাতি বা বামহাতি হওয়া কখনো তার ব্যক্তিত্ব বা আচরণকে প্রভাবিত করে না। প্রাচীন যুগে বামহাতি মানুষদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হত। বলা হত সে শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। আধুনিক পৃথিবীতে এ ধরনের কোন কুসংস্কার থাকা উচিত নয়।

ডান পাশের গুরুত্ব : ডান ও বাম পাশের আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডান অঙ্গটি প্রাধান্য পায়। আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)ও তুলনামূলকভাবে ডান দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) মি‘রাজের রাতে জিব্রীল (আঃ)-এর সাথে প্রথম আসমানে পৌঁছে একজন ব্যক্তিকে দেখলেন। আর তাঁর ডান

ও বাম পাশে দুই দল লোককে দেখলেন। তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন। আর বাম দিকে তাকালে কাঁদেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্পর্কে জানতে চাইলে জিব্রীল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত আদম (আঃ)। আর এরা তাঁর বংশধর। ডান দিকের দলটি জান্নাতী আর বাম দিকের লোকেরা জাহান্নামী *(বুখারী হা/৩৪৯)*। ক্বিয়ামতের দিনও জান্নাতীরা ডান দিকে এবং জাহান্নামীরা বাম দিকে অবস্থান করবে। সূরা ওয়াক্বিয়ার ২৭-৫৬ আয়াতে ডান ও বাম দিকের দলের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা ক্বিয়ামতের দিন নেককার বান্দার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করবেন। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا 'তারপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। অত্যন্ত সহজভাবেই তার হিসাব নিকাশ করা হবে। আর সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে উৎফুল্ল হয়ে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছনের দিকে দেয়া হবে, সে ধ্বংস আহ্বান করতে থাকবে। আর সে জলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৭-১২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল জীবিকা থেকে একটি খেজুর পরিমাণ ছাদাক্বা করবে (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন। আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চা প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই ছাদাক্বা পাহাড় সম পরিমাণ হয়ে যায় *(বুখারী হা/১৪১০)*।

রাসূল (ছাঃ) অনেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতেন। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসেন। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর ডান পাশে একজন বেদুঈন ও বাম পাশে হযরত আবুবকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) দুধ পান করার পরে পেয়ালাটি বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, 'ডান দিকের আগে অধিকার' *(বুখারী হা/৫৬১২)*। এছাড়া আরো অনেক কাজে রাসূল (ছাঃ) ডান দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

ডান হাতে-পায়ে বা ডান দিক থেকে করণীয় কাজ সমূহ :

১. পানাহার করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে আহার করে, ডান হাতে পান করে, ডান হাতে গ্রহণ করে এবং ডান হাতে প্রদান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে প্রদান করে এবং বাম হাতে গ্রহণ করে’ *(তিরমিযী হা/১৮০০)*।

২. ওযূ ও গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা : রাসূল (ছাঃ) ওযূর অঙ্গ সমূহ ডান দিক থেকে ধোয়া শুরু করতেন। উম্মু আতিইয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর মেয়ে (যয়নাব)-কে গোসল দেওয়ার সময় বলেন, ‘তোমরা ডান দিক হতে এবং ওযূর অঙ্গ সমূহ হতে শুরু কর’ *(বুখারী হা/ ১৬৭)*।

৩. ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো : আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো শুরু করতেন *(বুখারী হা/১৬৮)*।

৪. ডান হাতে তাসবীহ পাঠ করা : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ হা/১৫০২)*।

৫. ডান হাতে মুছাফাহা করা : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ পরস্পরের সাথে ডান হাতে মুছাফাহা করতেন।

৬. পোশাক পরিধানে ডান থেকে শুরু করা : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন জামা পরতেন, তখন ডান দিক থেকে পরিধান করতেন *(তিরমিযী হা/১৭৬৬)*।

৭. ডান পায়ের জুতা ও মোজা আগে পরিধান করা : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে। আর যখন খোলে তখন বাম দিক থেকে শুরু করে। যাতে পরার ক্ষেত্রে সর্বদা ডান পা আগে ও খোলার দিক থেকে বাম পা আগে হয় *(বুখারী হা/৫৮৫৫)*।

৮. ডান কাতে ঘুমানো : হযরত বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তুমি বিছানায় যেতে চাও তখন ওযূ কর। অতঃপর ডান পাশে

কাত হয়ে শুয়ে পড় *(বুখারী হা/৬৩১১)*। রাসূল (ছাঃ) নিজেও ডান কাতে ঘুমাতেন *(বুখারী হা/৬৩১৫)*।

৯. ডান হাতে কোন কিছু প্রদান ও গ্রহণ করা : আল্লাহ তা‘আলা বান্দার দান ডান হাতে গ্রহণ করেন। এছাড়া সকল ভালো কাজে ডান হাত ব্যবহারের নির্দেশ থাকায় কোন কিছু দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করতে হবে।

১০. ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা : মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে প্রবেশের সময় আগে ডা পা দিয়ে দো‘আ পাঠ করবে।

১১. ছালাতে মুছল্লীর ডান পাশে দাঁড়ানো : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর বাম পাশে দাঁড়ালেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তার মাথা ধরে তাকে ডান পাশে দাঁড় করালেন *(বুখারী হা/১৮৩)*।

১২. ডান হাতে দান করা : আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষকে আরশের বিশেষ ছায়ায় স্থান দিবেন। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ডান হাতে দান করে, অথচ তার বাম হাত জানতে পারে না *(বুখারী হা/৬২০)*। হাদীছের মূল কথা গোপনে দান করা হলেও, এখানে ডান হাতে দানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৩. ডান পাশ থেকে খাদ্য পরিবেশন করা : আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে হাদীছটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে রাসূল (ছাঃ) দুধ পানের পর ডান দিকের বেদুঈনকে প্রদান করেন এবং বলেন, ‘ডান দিকের আগে অধিকার’ *(বুখারী হা/৫৬১২)*।

১৪. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দেওয়া : টয়লেট অপবিত্র স্থান। এজন্য সেখানে বাম পা দিয়ে প্রবেশ ও ডান পা দিয়ে বের হতে হয়। এছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন ভালো কাজ যেমন মোবাইল ফোন ডান হাতে ব্যবহার, রাস্তার ডান পাশে চলা, ডান পাশের দাঁতে আগে মিসওয়াক বা ব্রাশ করা ইত্যাদি কাজে ডান হাত ব্যবহার করতে হয়।

[চলবে]

খেজুর বাগান

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আল্লাহ তা‘আলা বান্দার প্রিয় বস্তু দান করাকে পসন্দ করেন এবং তার উত্তম প্রতিদান দেন।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, মদীনায় আবু ত্বালহা (রাঃ) অধিক সংখ্যক খেজুর গাছের মালিক ছিলেন। তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ ছিল ‘বাইরুহা’ নামক বাগানটি। এটা ছিল মসজিদের সম্মুখে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে আসতেন এবং সেখানকার (কূপের) সুমিষ্ট পানি পান করতেন। যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ‘তোমরা পুণ্য লাভ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করবে’ *(আল-ইমরান ৩/৯২)* আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন আবু ত্বালহা (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা পুণ্য লাভ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করবে’। আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ বাইরুহা। এটা আল্লা্র রাস্তায় আমি দান করে দিলাম। আমি আল্লাহর নিকট পুণ্য ও তার ভাণ্ডার চাই। আল্লাহ আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেন সেভাবে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘বাহ! এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ আমি শুনেছি, আমি চাই তুমি তা তোমার নিকটাত্মীয়দের দাও’। আবু ত্বালহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তা করব। তারপর আবু ত্বালহা (রাঃ) সেটা তাঁর নিকট আত্মীয় ও চাচাত ভাই-বোনদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন *(বুখারী হা/৪৫৫৪)*।

শিক্ষা :

১. আল্লাহ তা‘আলা প্রিয় জিনিস দান করাকে পসন্দ করেন।

২. দান-ছাদাক্বার ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়রা বেশি হকদার।

৩. ছাহাবীগণ আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন এবং কোন আয়াত অবতীর্ণ হলে তার উপর আমল করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন।

সূচীপত্র

এসো দো‘আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

২৪। শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণার প্রতিকার :

যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী’ *(আ‘রাফ ৭/২০০)*।

শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পড়তে হবে-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ : *আ‘উযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রজীম।*

অর্থ : ‘আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই’ *(বুখারী হা/৬১১৫)*।

ছালাতের ভিতর শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে (আঊযুবিল্লাহ পড়ে) বাম দিকে তিনবার থুক মারবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১)*।

আল্লাহ বলেন, ‘যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে’ *(নাহল ১৬/৯৮)*।

২৫। দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য দো‘আ :

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ–

উচ্চারণ : *ইয়া-মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত ক্বলবী ‘আলা দ্বীনিকা।*

অর্থ : ‘হে অন্তর আবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ’ *(তিরমিযী হা/২১৪০)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত ‘ছহীহ কিতাবুদ্ দো‘আ’ শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৮০-৮১)।

সবুজ ব্যাংক

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

বাড়িতে ঢুকেই সবুজ রঙের প্লাস্টিক ব্যাংকটির কাছে গেল আব্দুল্লাহ আরাফাত। পকেট থেকে দশ টাকার নোটটি বের করে সযত্নে পুরে দিল ব্যাংকে। তারপর ব্যাংকটি হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল। হয়তো টাকার পরিমাণ অনুভব করার চেষ্টা করল। অঞ্চল বিশেষে এটি ভাণ্ডার, ঘট বা মাটির ব্যাংক নামে পরিচিত। যদিও আরাফাতের ব্যাংকটি মাটির নয় বরং প্লাস্টিকের তৈরি। এটা তার কাছে একটি শখ, একটি সাধনা।

শহরের অন্য ছেলেদের মতই গোছালো জীবন আরাফাতের। বাড়ি থেকে একটু দূরে মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সে। প্রতিদিন মায়ের হাত ধরে মাদ্রাসায় যায়। ক্লাস শেষে মায়ের সাথেই বাড়ি ফেরে। একদিন মাদ্রাসা থেকে ফেরার সময় খেলনা বিক্রির একটা ভ্যান থেকে সে ব্যাংকটি কিনেছিল। তারপর থেকে সবুজ ব্যাংকের খালি পেট পূর্ণ করাই তার একমাত্র সাধনা।

প্রথম দিকে সে শুধু পাঁচ টাকার ধাতব কয়েন রাখত ব্যাংকে। এখন সে সব ধরনের টাকাই রাখে। এর পিছনেও একটা গল্প আছে। সেদিন আরাফাতের আব্বু বাড়ি ছিল না। মা বাড়ির সামনের দোকান থেকে এক হালি ডিম কিনেছিলেন। কিন্তু মায়ের কাছে টাকা না থাকায় ধার হিসাবে ব্যাংক থেকে ছয়টি কয়েন বের করেছিলেন। আরেক দিন আরাফাতের বড় ভাইকে টিফিনের টাকা দেওয়ার জন্য বিশ টাকা বের করেছিলেন। পরে অবশ্য সব তিনি শোধ করে দিয়েছিলেন।

এ ঘটনার পর আরাফাত ভেবে দেখল, ব্যাংকে যদি কাগজের টাকা রাখা হয় তাহলে বের করা সহজ হবে না। আর পাঁচ টাকার কয়েনের জন্য অপেক্ষাও করতে হবে না। হাতে যে কোন টাকা আসলেই ব্যাংকে ঢুকানো যাবে। আর ব্যাংক বেশি ভারীও হবে না। এরপর থেকে আরাফাতের ব্যাংক দ্রুত ভরে উঠতে লাগল।

সে প্রতিদিন টিফিনের টাকা থেকে কিছু বাঁচিয়ে ব্যাংকে জমা করে। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পাওয়া টাকা, বড় ভাই বোনের থেকে পাওয়া টাকা সব জমা হতে থাকে সবুজ ব্যাংকে। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে একবার নাড়া চাড়া করে দেখে আর বুকের সাথে জাপটে ধরে অনুভব করতে থাকে তার ব্যাংকে

কত টাকা জমা হল। এটা পূর্ণ হওয়ার পর কত টাকা হতে পারে? এই টাকা দিয়ে সে কী করবে? কত স্বপ্ন তার মাথায় ঘুরপাক খায়। কত কল্পনা তার হৃদয়পটে ভেসে উঠে।

দেখতে দেখতে ব্যাংকের বয়স এক বছর হয়ে গেল। আরাফাতের মাদ্রাসায় বার্ষিক পরীক্ষাও শেষ হল। শীতের ছুটিতে সে গ্রামে তার নানার বাড়ি বেড়াতে গেল। কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে ফেরার সময় মামা খালাদের থেকে কিছু বকশিশ পেল। তার মধ্যে দু'টি একশ টাকার নোটও ছিল। এখন পর্যন্ত তার ব্যাংকে একটা একশ টাকার নোট আছে। গত ঈদে আব্বুর কাছ থেকে দুই ভাই দুটো চকচকে নতুন একশ টাকার নোট পেয়েছিল। বড় ভাই খেয়ে শেষ করে ফেললেও সে পুরোটাই ব্যাংকে রেখেছিল। আর এখন আরো দুটো যুক্ত হল।

ছুটি শেষে আবার মাদ্রাসার ক্লাস শুরু হল। মাদ্রাসায় একটা সাজ সাজ রব। প্রতি বছরের মত তাদের মাদ্রাসায় তাবলীগী ইজতেমা হবে। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসবেন সঠিক দ্বীন শিক্ষার জন্য। তাদের দুই দিন থাকা-খাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ হবে। তাই সকলের থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। তার বন্ধুরা দশ টাকা, বিশ টাকা করে দান করল। এক বন্ধু একশ টাকাও দিল। আরাফাত সেদিন বাড়িতে গিয়ে আব্বু-আম্মুকে জানালো, আমি চাই ব্যাংকের সব টাকা ইজতেমায় দান করে দ্বীন প্রচারে সাহায্য করব। তার আব্বু-আম্মু বললেন, তোমার দান আল্লাহ কবুল করুন। অতঃপর সে তার ব্যাংক সহ সব টাকা তাবলীগী ইজতেমার জন্য দান করল।

[গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ২য় শ্রেণীর ছাত্র ও মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহীর সালমান ফারেসীর ২য় পুত্র আব্দুল্লাহ আরাফাত 'তাবলীগী ইজতেমা ২০২২' উপলক্ষে তার জমানো টাকা সহ একটি প্লাস্টিকের ব্যাংক দান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ ছাদাক্বা করবে, আর আল্লাহ পবিত্র মাল ব্যতীত কবুল করেন না, আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন এবং দাতার জন্য তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্বশাবক প্রতিপালন করেন। অবশেষে তা পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যায়' (বুখারী হা/১৪১০)। আল্লাহ তা'আলা ছোট্ট সোনামণির এই দান কবুল করুন এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন! [সম্পাদক]

কবিতা গুচ্ছ

গরীবের সম্মান

মুহাম্মাদ ওয়ারিদ হাসান, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

গরীব বলে কেন তাদের
কর তুমি অবহেলা?
তাদের ছাড়া কাটে কি
তোমার কোন বেলা?

গরীব যদি চাষ না করে,
কেমনে তুমি খাবে?
তোমার বাড়ির প্রতি ইটে
তাদের ছোঁয়া পাবে।

তুমি যে গাড়িতে চল
গরীবই তার চালক,
তোমার বোঝা বহন করে
সেও তো গরীব বালক।

তোমার গায়ের জামা সেলাই
সেও কি গরীব নয়?
তাহলে তাদের মর্যাদা দিতে
কেন পাও এত ভয়?

তোমার সারা জীবন জুড়ে
দেখ তাদের অবদান,
সময় থাকতে তাই দাও
তাদের প্রাপ্য সম্মান।

জ্ঞানীর দাম

রাকীবুল ইসলাম
সদস্য, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী।

দাম কমে ভাই সব জিনিসের
যোগান বেশি হলে,
জ্ঞানীর তবে মান কমে না
বিদ্যার ভার হলে।
জ্ঞানী লোকে জানে ও মানে
আল্লাহ তা‘আলার বিধান,
সকল সমস্যায় শান্ত থেকে
করে সঠিক সমাধান।
কাজে যদি হয় পরিণত
তব জ্ঞানের শক্তি,
ইহকালে পাবে সফলতা
আর পরকালে মুক্তি।

ঈদের খুশি

আব্দুস সাত্তার
তাহেরপুর, রাজশাহী।

খুশিতে কেউ উল্লাসী
আজকে ঈদের দিন,
দুঃখে তাদের জীবন ভরা
মুখখানা মলিন।
কোরমা পোলাও খেয়ে কেউ
যাচ্ছে ঈদের মাঠে,
কারো আবার বিষাদ মনে
না খেয়ে দিন কাটে।
আল্লাহ্‌র বিধান মানে যারা
আজকে তারা খুশি,
যতই থাকুক দুঃখ তাদের
মুখে মধুর হাসি।

সূচীপত্র

নির্ভেজাল তাওহীদের সৈনিক

আব্দুল্লাহ তাহমীদ, ১০ম শ্রেণী
রাজশাহী বিজ্ঞান স্কুল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোরা নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডবাহী সৈনিক হতে চাইব।
মোরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিষয়ে জানতে পারব।
মোরা রাসূলের আদর্শের আলোকে জীবন গড়ব।
মোরা অহি-র বিধান ও রাসূলের বাণী প্রতিষ্ঠা করব।
মোরা সত্যের পথে চলে হক্বের পথে সদা ডাকব।
মোরা মিথ্যা, ফের্কাবন্দীর বিরুদ্ধে বলব।
মোরা ফিতনা ফাসাদ হতে দূরে থাকব।
মোরা বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।
মোরা শিরক, বিদ'আত ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে লড়ব।
মোরা মাযহাব, বৃত্ত সমাজ ধ্বংস করব।
মোরা সকল বিধান বাতিল করে,
অহি-র বিধান কায়েম করব।
মোরা তবেই আহলেহাদীছ হতে পারব।
তবেই মোরা জান্নাতে যেতে পারব।

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আশূরার দিনের ছিয়াম আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে' *(মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪)*।

একটু খানি হাসি

আকাশচারী

(এক বাবা ও তার ছেলের গৃহ শিক্ষকের কথোপকথন হচ্ছে...)

বাবা : ছেলেটা কেমন পড়ছে? বড় হয়ে সে কী হতে পারবে বলে মনে হয়?

গৃহ শিক্ষক (খানিক আমতা আমতা করে) **:** আমার তো মনে হয় সে বড় হয়ে আকাশচারী হবে।

বাবা : সেটা আবার কেমন? কী দেখে আপনার এমন মনে হল?

গৃহ শিক্ষক : বারবার পড়ানোর পরও যখন আপনার ছেলেকে কিছু জিজ্ঞেস করি, তখন ওকে দেখলে মনে হয় যেন এতক্ষণ আকাশে ছিল।

শিক্ষা :

১. *লেখাপড়ায় উদাসীন না হয়ে মনোযোগী হতে হবে।*

২. *লেখাপড়ার সময় মনে রাখতে হবে যে, কালি, কলম, মন পড়ে তিন জন।*

পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার কৌশল

শিক্ষক : শামীম, এবারও কিন্তু তোমাকে পরীক্ষায় প্রথম হতে হবে।

শামীম : চেষ্টা করব, স্যার। প্রশ্ন তো স্যার, এবারও আগের ছাপাখানাতেই ছাপতে দেবেন, তাই না?

শিক্ষক : অবাক, এ কথা বলছ কেন? তোমার বাবা সাজীদ তোমাকে প্রশ্ন দেখান!

শামীম : না, স্যার, বাবা প্রশ্ন দেখান না। তবে বাবার চোখের সমস্যা তো, তাই তার ছাপাখানার প্রুফটা আমিই দেখে দিই।

শিক্ষা :

১. *পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে প্রথম স্থান অধিকার করা জাতিকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল।*

২. *প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে লেখাপড়া করতে হবে।*

সোনামণির প্রতি মায়ের কর্তব্য

তামান্না, পাংশা, রাজবাড়ী।

সোনামণির সর্বপ্রথম শিক্ষিকা তার মা। শিশুরা মাকে সবচেয়ে বেশি আপন মনে করে। মায়ের কথা ও কাজকে সবচেয়ে সত্য এবং সঠিক মনে করে। তাই তো নেপোলিয়ন বলেছিলেন, ‘আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দিব’।

একটি শিশুকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য মায়ের কিছু করণীয় এক নযরে :

১. ছোট শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। তারা দেখে দেখে ও শুনে শুনে অনেক কিছুই শিখে নেয়। এজন্য মায়ের কর্মকাণ্ড এমন হওয়া উচিত যেন বাচ্চারা সাধারণ দৈনন্দিন ফরয, সুন্নাত সমূহ দেখে দেখেই শিখে ফেলতে পারে।

২. একজন মা তার সন্তানকে আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টি সমূহ, রাসূল (ছাঃ) সহ অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা শিক্ষা দিবেন।

৩. মা কোন ভালো কাজ ও ইবাদত করার সময় সন্তানকে সাথে নিবেন এবং তার সাধ্য অনুযায়ী ছোট কাজ সমূহ করিয়ে নিবেন। এতে শিশু ছোট থেকেই ভালো কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

৪. মা তার সন্তানকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং দো‘আ ও যিকর শিক্ষা দিবেন।

৫. কোন অনর্থক গল্প না বলে নবী-রাসূলদের জীবনী, ছাহাবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও শিক্ষামূলক বাস্তব গল্প শোনাবেন।

৬. শিশুকে ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহিত করবেন এবং খারাপ কাজ দেখলে তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিবেন।

৭. শিশু কোন ভুল করলে ধমক না দিয়ে ভালোবেসে সংশোধন করবেন।

৮. শিশুর সামনে কখনো খারাপ ব্যবহার করবেন না। বরং সকলের সাথে ভালো ব্যবহার এবং বিনয়, নম্রতা শিক্ষা দিবেন।

৯. কুরআন তেলাওয়াত এবং ইসলামী সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করবেন।

১০. সর্বোপরি তাকে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী করে গড়ে তুলবেন।

উল্লেখ্য যে, মা ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যরাও এ দায়িত্বগুলো পালন করবেন। শিশু অধিকাংশ সময় মায়ের সাথে কাটানোর কারণে আলোচনায় মাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

সূচীপত্র

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা নাছর)

১. নাছর শব্দের অর্থ কী? **উত্তর :** সাহায্য।

২. সূরা নাছর কুরআনের কততম সূরা? **উত্তর :** ১১০তম।

৩. সূরা নাছর কতটি আয়াত আছে? **উত্তর :** ৩টি।

৪. সূরা নাছরে কতটি শব্দ আছে? **উত্তর :** ১৯টি।

৫. সূরা নাছরে কতটি বর্ণ আছে? **উত্তর :** ৭৯টি।

৬. সূরা নাছর কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা তওবাহ-এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এটি মাদানী সূরা।

৭. কুরআনের কোন সূরাটি পূর্ণাঙ্গ হিসাবে সবশেষে নাযিল হয়েছে?

উত্তর : সূরা নাছর।

৮. কোন সূরা বিদায় হজ্জে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী সময়ে মিনায় নাযিল হয়? **উত্তর :** সূরা নাছর।

৯. সূরা নাছর কে কী সূরা বলা হয়? **উত্তর :** বিদায় দানকারী সূরা বলা হয়।

১০. সূরা নাছর-এর বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : সফলতা ও বিজয় দান এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।

১১. সূরা নাছরের কোন আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও বেশি বেশি তওবা-ইস্তেগফারের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : তৃতীয় আয়াতে।

❖ **সাধারণ জ্ঞান**

১৪. বিশ্বের সবচেয়ে বড় কুরআন ছাপাখানার নাম কী?

উত্তর : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স।

১৫. বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ১৯৮৫ সালে। মদীনা, সঊদী আরব।

১৬. বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স-এ বাৎসরিক কত কপি কুরআন ছাপানো হয়?

উত্তর : প্রায় ১০মিলিয়ন।

আল্লাহ্‌র কি মহিমা!

১৬ই জুন শনিবার রাতে জানাযা শেষে ত্রিশাল উপযেলার রায়মণি গ্রামের ফকির বাড়িতে একসঙ্গে তিনটি কবর দেওয়া হয়েছে। কবরে শায়িত আছেন দিনমজুর জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রী রত্না ও মেয়ে সানজিদা। ঐ দিন ৯ মাস গর্ভে থাকা সন্তান কেমন আছে জানতে ত্রিশালের অন্তঃসত্বা রত্না বেগম যান আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে। দুপুর আড়াইটার দিকে ত্রিশালের কোর্ট ভবন এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় তারা প্রাণ হারান। একসঙ্গে তিনজনকে হারিয়ে কবরের পাশে বসে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন জাহাঙ্গীরের মা সুফিয়া আখতারসহ স্বজনরা। তারা জানান, জায়গা না থাকায় বাড়ির উঠানেই বানিয়েছেন কবরস্থান।

এদিকে শোকে স্তব্ধ বাড়িতে আলোচনায় এখন বেঁচে যাওয়া নবজাতক। দুর্ঘটনার সময় ৮ মাসের অন্তঃসত্বা ছিলেন রত্না বেগম। তিনি মারা গেলেও গর্ভ ফেটে জন্ম নেয় এক কন্যা শিশু। স্থানীয়রা নবজাতকটিকে ত্রিশাল উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নবজাতককে ময়মনসিংহ সদরের সিবিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে এক্সরে রিপোর্টে জানা যায় তার ডান হাতের দুইটি হাড় ভেঙে গেছে। বর্তমানে শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. কামারুযযামানের তত্ত্বাবধানে নগরীর লাবীব হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডা. মুহাম্মাদ কামারুযযামান বলেন, শিশুটির সামগ্রিক অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। সে ভালো আছে এবং শঙ্কামুক্ত। শিশুটিকে এক নজর দেখতে ব্যাকুল সবাই।

নবজাতকের বড় বোন জান্নাত আখতার (১০) বলেন, মোবাইলে আমার বোনের ছবি দেখেছি। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি। দাদা-দাদি ও আমি তাকে লালন পালন করব। এভাবে কথা বলতে বলতেই চোখ বেয়ে পানি পড়ছিল তার। ময়মনসিংহের যেলা প্রশাসক মুহাম্মাদ এনামুল হক জানান, শিশুটির ভোরণ-পোষণ ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব যেলা প্রশাসন বহন করবে।

[শিশুটির প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কি অপার অনুগ্রহ! এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবন ও মরণ একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দান করেন ও জীবিত রাখেন। দো'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা শিশুটিকে হায়াতে ত্বাইয়্যেবা দান করুন। সেই সাথে শিশুটির প্রতি সুদৃষ্টি রাখার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি- সম্পাদক।]

সংগঠন পরিক্রমা

চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১১ই জুন শনিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলার কামারখন্দ থানাধীন দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন এবং 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুলাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক সুলতান মাহমূদ ও দেলোয়ার হোসাইন।

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ইসলামিয়া হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম ও সবুজবাগ থানা 'সোনামণি'র উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, নাজমুন নাঈম ও ঢাকা যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয আব্দুর রাযযাক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক ও সবুজবাগ থানা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয নাজমুছ ছাকিব।

গোবিন্দপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৩ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ১নং গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস সংলগ্ন সোনামণি মাদ্রাসায় কুরআন মাজীদের ১০টি সূরা হিফয প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ ও সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসা সহকারী পরিচালক আবু বকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসার সুধী আখতারুযযামান, ফুলপুর কাযীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব আব্দুর রহমান ও ঢাকা মিটফোর্ড নার্সিং কলেজের ছাত্র মুহাম্মাদ সোহেল। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মুহাম্মাদ মাসঊদ।

সূচীপত্র

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা, এ সংখ্যায় আমরা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট শব্দ সম্পর্কে জানব। ইংরেজীতে একে Definite ও indefinite article দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আরবীতে বলা হয় مَعْرِفَة ও نَكِرَة।

একটু কঠিন মনে হচ্ছে? চল বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর, তুমি তোমার বন্ধুকে বললে একটি কলম দাও। আবার তোমার বন্ধু বলল, কলমটি দাও। এখানে একটি কলম ও কলমটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পার? একটি কলম দ্বারা যে কোন কলম বুঝায়। আর কলমটি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট কলম বুঝায়। আবার নাম উল্লেখের মাধ্যমেও নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন খালিদ এসেছে। এখানে খালিদ নামের ব্যক্তিকেই বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু যদি বলা হয়, একজন লোক এসেছে তাহলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের একজন মানুষকে বুঝায়।

আশা করি নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট বিষয়টি বুঝতে পেরেছ। এখন আমরা বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে এর ব্যবহার দেখব।

নির্দিষ্ট			**অনির্দিষ্ট**		
বাংলা	**ইংরেজী**	**আরবী**	**বাংলা**	**ইংরেজী**	**আরবী**
দরজাটি	The door	اَلْبَابُ	একটি দরজা	A door	بَابٌ
জানালাটি	The window	اَلنَّافِيْذَةُ	একটি জানালা	A window	نَافِذَةٌ
বাংলাদেশ	Bangladesh	بَنْغَلَادِيْشُ	একটি দেশ	A country	بِلَادٌ
মাছটি	The fish	اَلسَّمَكُ	একটি মাছ	A fish	سَمَكٌ
সে	He	هُوَ	একজন লোক	A man	رَجُلٌ

লক্ষ্য কর, আরবী ভাষায় সাধারণ অনির্দিষ্ট শব্দের শুরুতে আলিফ-লাম (ال) যুক্ত করে নির্দিষ্ট করা হয় এবং আলিফ-লাম যুক্ত শব্দের শেষে তানবীন (দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ) হয় না। আর ইংরেজীতে অনির্দিষ্ট শব্দের জন্য A এবং নির্দিষ্ট শব্দের জন্য The ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা বাক্যে এগুলোর ব্যবহার শিখব।

নির্দিষ্ট	অনির্দিষ্ট
جَاءَ زَيْدٌ যায়েদ এসেছে। Zayed came.	جَاءَ رَجُلٌ একজন লোক এসেছে। A man came.
اَلْبَابُ مُغْلُوْقٌ দরজাটি বন্ধ। The door is closed.	بَابٌ مُغْلُوْقٌ একটি বন্ধ দরজা। A closed door.
اَلسَّمَكُ لَذِيْذٌ মাছটি সুস্বাদু। The fish is tasty.	هَذَا سَمَكٌ لَذِيْذٌ এটি একটি সুস্বাদু মাছ This is a tasty fish
أَسْكُنُ فِيْ بَنْغَلَادِيْشَ আমি বাংলাদেশে বাস করি। I live in Bangladesh.	أَسْكُنُ فِيْ بِلَادٍ جَمِيْلٍ আমি একটি সুন্দর দেশে বাস করি I live in a beautiful country.
اَلنَّافِذَةُ مَفْتُوْحَةٌ জানালাটি খোলা। The window is opened.	نَافِذَةٌ مَفْتُوْحَةٌ একটি খোলা জানালা। A opened window.

শিশুর গলার যত্ন

ডা. মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার, সহকারী অধ্যাপক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গলা বিভিন্ন কোষকলা, স্নায়ু, লালাগ্রন্থি এবং রক্ত নালীর সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য গলায় অতিরিক্ত চাপ পড়লে গলা ব্যথা, গলা বসা সহ নানান ধরনের সমস্যা হতে পারে। একটু সতর্ক থাকলে এগুলো এড়িয়ে চলা যায়। এসব সমস্যা দেখা দিলে অল্প যত্নে ভালোও হয়ে যায়। তবে ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে গলা ভালো না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

গলার যত্নের বিষয়ে কিছু পরামর্শ :

১. কণ্ঠ বা ভোকাল ভালো রাখতে চাইলে বেশি উচ্চস্বরে বা বেশি নিম্নস্বরে কথা বলা যাবে না। কথা বলতে হবে পরিমিত আওয়াজে। প্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করতে হবে।

২. নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। একটু পর পর কথা বা তেলাওয়াতের ফাঁকে পানি খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

৩. খাবার আগে ও পরে কুলি করতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে হবে এবং ব্রাশ করার আগে লবণযুক্ত গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ব্রাশ জীবাণুমুক্ত থাকে। ফলে গলা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

৪. গলা ও মুখ জীবাণুমুক্ত রাখতে প্রতি রাতে হালকা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এক চিমটি লবণই যথেষ্ট। তাছাড়া দ্রুত গলার ঘা সারাতেও এ প্রক্রিয়া বেশ কার্যকর।

৫. তাপমাত্রার অতিরিক্ত পরিবর্তন যেমন- এসি ঘর থেকে বাইরের গরমে যাওয়া, অতিরিক্ত গরম থেকে হঠাৎ এসিতে প্রবেশ করা, ঘর্মাক্ত শরীরে গোসল করা ইত্যাদি যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে।

৬. অন্যের ব্যবহৃত প্লেট, গ্লাস, বোতল বা কাপ ব্যবহার করলে জীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এমন কি ন্যাপকিন বা টিস্যু ব্যবহারের ফলেও রোগ জীবাণু ছড়িয়ে গলার সমস্যা হতে পারে।

৭. গলা সুস্থ রাখতে আদার রসের সঙ্গে মধুর মিশ্রণ দারুণ উপকারী। সকালে তিন থেকে চার মি.লি. আদার রসের সঙ্গে পাঁচ মি.লি. মধু মিশিয়ে পান করলে সারাদিনের জন্য উপকার পাওয়া যাবে।

৮. গলা ভালো রাখার জন্য কিছু ব্যায়াম করা যেতে পারে।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

☆ **আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২ নং মৌখিকভাবে এবং ৩ নং আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নামসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফালাক্ব ও নাস।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. দো'আ : (কেন্দ্র ক র্তৃক নির্বাচিত)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

☆ **আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১ ও ২ নং মৌখিকভাবে এবং ৩ নং আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নামসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৪/৫৯, বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫ ও হজ্জ ২২/২৩-২৪ আয়াত *(বি. দ্র. : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করতে হবে)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

২. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান স্বদেশ (বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ ৪৭-৬২ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান ৭৬-৮৫ পৃ.), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ও গণিত ৮৬-৯২ পৃ.), রহস্য (৯৩ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

প্রবন্ধ রচনা : প্রবন্ধের বিষয় : সোনামণি সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমূহ।

রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালক/সহ-পরিচালকগণ' অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রচনা কম্পিউটার কম্পোজকৃত এবং শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে হার্ড কপি ও সফট কপি কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। সফট কপি পৌঁছানো মাধ্যম : Email : sonamoni23bd@gmail.com

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ১৪ই অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপযেলা : ২১শে অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা : ২৮শে অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১০ই নভেম্বর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সালাম ও মুছাফাহার আদব

১. প্রথমে সালাম দেওয়া ও 'আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুলাহ' বলা।

২. সালামের জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুলা-হি ওয়া বারাকা-তুহ' বলা।

৩. পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া।

৪. ছোটরা বড়দেরকে, কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে, আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে এবং পথিক বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

৫. বাড়িতে, প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা।

৬. ডান হাতে মুছাফাহা করা।

৭. কোন আড়াল পেরিয়ে দেখা হলে পুনরায় সালাম দেওয়া।

৮. সালাম দেওয়ার সময় হাত উঠিয়ে সালাম না দেওয়া এবং দু'হাত দ্বারা মুছাফাহা না করা ইত্যাদি।

৯. অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের জবাবে 'ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম' বলা

কুইজ

১.দান-ছাদাক্বার ক্ষেত্রে কে বেশি হক্বদার?

উ:...

....

....

২. আছিয়া, বার্রা, আছরাম, যাহাম রাসূলুল্লাহ ছাঃ) নামগুলোর পরিবর্তে কী নাম রেখেছিলেন?

উ:...

....

৩. একটি খেজুর পরিমাণ ছাদাকাহ করলে তা আল্লাহ কিভাবে প্রতিপালন করেন ও কি পরিমাণ বৃদ্ধি করেন?

উ:...

....

....

৪. ইবনু ওমর (রাঃ) বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেয়ে কি করলেন?

উ:...

....

....

৫. শিক্ষাকে কার বাস্তব জীবনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর দৃষ্টান্ত আমরা কেথায় দেখতে পায়?

উ:...

....

....

সূচীপত্র

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে আগস্ট ২০২২।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) যে ব্যক্তি এশার ও ফজরের ছালাত জামা‘আ পড়লে। (২) আরাফার দিনের ছিয়াম। (৩) সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহঃ)-এর দাদার নাম (৪) দুনিয়াবী জীবনে যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে। (৫) যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : রবীউল ইসলাম, মক্তব বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : রাশেদুল ইসলাম, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : যাকিরুল ইসলাম, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : ....
প্রতিষ্ঠান : ....
.... **শ্রেণী :** ....
ঠিকানা : ....
....
মোবাইল : ....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা‘আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু করা ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালোভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

সূচীপত্র

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

কর্মী সম্মেলন ২০২২

২৫ ও ২৬শে আগস্ট
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর!!
নিম্নে তোমার জীবনের সফরসূচী দেখে নাও!
জীবনের সফরসূচী
দৈনন্দিন পঠিতব্য দো
মৃত্যুকে স্মরণ করুন!
পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করুন!
ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ
ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

সূচীপত্র

৫৪তম সংখ্যা ◆ জুলাই-আগস্ট ২০২২ ◆ মূল্য : ১৫/-

সোনামণিদের
মাসনূন দো'আ শিক্ষা
ছহীহ কিতাবুদ দো'আ
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
মাসনূন দো'আ ও যিকর
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
পকেট সাইজ

গুরুত্বপূর্ণ দো'আ ও যিকর সমৃদ্ধ ৩টি বই

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

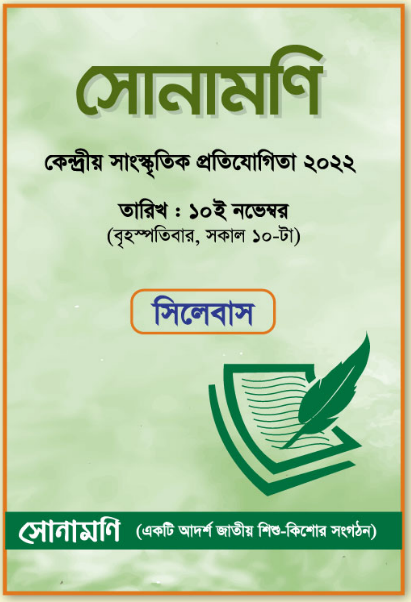

সোনামণি

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২

তারিখ : ১০ই নভেম্বর
(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)

সিলেবাস

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

সোনামণি

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২ এ অংশগ্রহণ করতে চাইলে আজই সিলেবাসটি সংগ্রহ করুন

মোবাইল
০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

সিলেবাস ডাউনলোড লিংক-
www.ahlehadeethbd.org/syllabus

মূল্য ১০ টাকা

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী